সংসদ সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার
অতি জরুরি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়
আইন ও সংসদ
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

স্মারক : ৪৩.০০.০০০০.১১৫.০৮.০০০.১৪. ২২৮ তারিখঃ ০৯ আশ্বিন ১৪২৫ / ২৪ সেপ্টেম্বর ২০১৮

বিষয়: বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী বিধির ৭১ক(৩) উপ-বিধি অনুযায়ী মাননীয় সদস্যগণ কর্তৃক ২ মিনিট করে পঠিত নোটিশসমূহের উপর সংশ্লিষ্ট মাননীয় মন্ত্রীয় উত্তরমূলক সংক্ষিপ্ত লিখিত বিবৃতি অত্র সচিবালয়ে প্রেরণ।

সূত্র: বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয়ের স্মারক: ১১.০০.০০০০.৮৬৫.০৯.০০৪.১৮.১৬১, তারিখ: ২৩ সেপ্টেম্বর ২০১৮।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রবদ্ধ পত্রের আলোকে ১০ম জাতীয় সংসদের ২২তম অধিবেশনে ২ মিনিট করে বক্তব্য প্রদানকারী মাননীয় সংসদ সদস্য জনাব আনোয়ারুল আজীম (আনার) (৮৪, ঝিনাইদহ-৪) সংসদের কার্যপ্রণালী-বিধির ৭১ বিধি অনুসারে জরুরি জনগুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় সম্পর্কে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রীর মনোযোগ আকর্ষণ করেন। মাননীয় সংসদ সদস্যের আবেদনপত্রটি এ সাথে প্রেরণ করা হলো।

২। এমতাবস্থায়, উক্ত প্রশ্নটির বিষয়ে উত্তর/মতামত আগামী ২৫.০৯.২০১৮ তারিখের মধ্যে (হার্ডকপি/সফ্টকপি) (ফ্যাক্স-৯৫৭৬৫৩৫ এবং ই-মেইল : shahjahancopy@yahoo.com মারফত) প্রেরণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

সংযুক্তি: যথাবর্ণনা।

(মোঃ আতাউর রহমান)
উপসচিব (সংসদ ও আইন)
ফোন: ৯৫৭২১৯০

বিতরণ: (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)

১। মহাপরিচালক, বাংলা একাডেমি, রমনা, ঢাকা।
২। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
৩। মহাপরিচালক, গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তর, শাহবাগ, ঢাকা।
৪। মহাপরিচালক, প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা।
৫। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর, শাহবাগ, ঢাকা।
৬। মহাপরিচালক, আরকাইভস ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা।
৭। নির্বাহী পরিচালক, নজরুল ইন্সটিটিউট, ধানমন্ডি, ঢাকা।
৮। পরিচালক, জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র, গুলিস্থান, ঢাকা।
৯। রেজিস্ট্রার অফ কপিরাইটস, কপিরাইট অফিস, আগারগাঁও, ঢাকা।
১০। পরিচালক, বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন, সোনারগাঁও, নারায়ণগঞ্জ।
১১। যুগ্মসচিব (প্রশাসন-২), সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়।
১২। পরিচালক, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর কালচারাল একাডেমী, বিরিশিরি, নেত্রকোনা।
১৩। পরিচালক, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট, খাগড়াছড়ি।
১৪। পরিচালক, মণিপুরী ললিতকলা একাডেমী, মৌলভীবাজার।

১৫। পরিচালক, কক্সবাজার সাংস্কৃতি কেন্দ্র, কক্সবাজার।
১৬। পরিচালক, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট, রাংগামাটি।
১৭। পরিচালক, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট, বান্দরবান।
১৮। উপপরিচালক, রাজশাহী বিভাগীয় ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর কালচারাল একাডেমী, রাজশাহী।
১৯। সহকারী প্রোগ্রামার, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (সকল দপ্তর/সংস্থাকে ই-মেইলে অবহিত করার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো)।

অনুলিপি:

১। মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
২। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৩। অফিস কপি/গার্ড ফাইল।

[জরুরী জন-গুরুত্বসম্পন্ন বিষয় সম্পর্কে মনোযোগ আকর্ষণ]
(বিধি ৭১)

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

৮৭

সচিব,
বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয়,
ঢাকা।

৮৭ ২০/০২/১৮

বিষয় ঃ **কার্যপ্রণালী-বিধির ৭১ বিধি অনুসারে জরুরী জন-গুরুত্বসম্পন্ন বিষয় সম্পর্কে মনোযোগ আকর্ষণের নোটিশ।**

মহোদয়,

আমি এতদ্বারা নোটিশ দিতেছি যে সংসদের অদ্যকার বৈঠকে আমি নিম্নলিখিত জরুরী জন-গুরুত্বসম্পন্ন বিষয়ের প্রতি মাননীয় সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রীর মনোযোগ আকর্ষণ করিতে চাই।

২। অতএব, এ বিষয়ে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আপনাকে অনুরোধ করিতেছি।

উত্থাপনীয় বিষয় ঃ–

"দেশের প্রতিটা প্রতিষ্ঠানের নাম ফলক এবং সাইনবোর্ড বাধ্যতামূলকভাবে বাংলা হরফে লেখা প্রসঙ্গে"।

মাননীয় স্পিকার,
আপনাকে আন্তরিক ধন্যবাদ।

আমার উত্থাপনীয় বিষয়,"দেশের প্রতিটা প্রতিষ্ঠানের নাম ফলক এবং সাইনবোর্ড বাধ্যতামূলকভাবে বাংলা হরফে লেখা প্রসঙ্গে"। আপনার মাধ্যমে মাননীয় সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রীর দৃষ্টি আর্কষণ করছি। কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত বলেছিলেন,

"মাতৃসম মাতৃভাষা পুরালে তোমার আশা,
তুমি তার সেবা কর সুখে"।

আমরা কতটুকু করতে পেরেছি ? সর্বস্তরে এখনও মাতৃভাষার ব্যবহার আমরা নিশ্চিত করতে পারিনি। এমনও প্রতিষ্ঠান আছে, যার সাইনবোর্ডে একটা বাংলা অক্ষরও নেই। অথচ বিদেশে আমার মাতৃভাষাকে সম্মান জানাতে শহীদ মিনার তৈরি হয়। লক্ষ্য করে থাকবেন-চীন, জাপান, কোরিয়া সহ বিভিন্ন উন্নত দেশে নিজস্ব ভাষাকেই সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়। ঐ সব দেশের তৈরি রপ্তানী যোগ্য দ্রব্য সামগ্রীতেও নিজস্ব ভাষার প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়। আর আমরা কি করছি ? পারলে রাশিয়ান হরফে এ্যাম্বুলেন্স, চাইনিজ হরফে চাইনিজ রেস্তরার নাম লিখছি। যে ভাষার জন্য জাতি রক্ত দিয়েছে, সেই ভাষার এমন অবমাননা মেনে নেওয়া যায় না। অন্য ভাষাকে আমি অশ্রদ্ধা করছি না,কিংবা ইংরেজি কেও আমি অবহেলা করছি না। আমার প্রস্তাব হল প্রথম বাংলা হরফে লিখতে হবে, তার নিচে ইংরেজি বা অন্য ভাষায় লেখা যাতে পারে। এক্ষেত্রে অবশ্যই বাংলা হরফগুলি অন্য ভাষার হরফের চেয়ে বড় হতে হবে। দেখুন, আমার দেশের নামের প্রথম অক্ষর-"ব", ভাষার নামের প্রথম অক্ষর 'ব', আমাদের জাতির পিতার উপাধির প্রথম অক্ষর 'ব', এমন কি আমাদের যে বাঙ্গালি সংস্কৃতি তারও প্রথম অক্ষর 'ব'। এমন ঘটনা পৃথিবীতে বিরল। তাইতো কবি সাধ করে বলেছিলেন,

" বিনে স্বদেশী ভাষা,
মিটে কি মনের আশা"?

আমি মনে করি এ অর্থ বছরই যেন বাংলাদেশের সর্বত্র নাম ফলক এবং সাইনবোর্ড বাংলা হরফে লেখার বিষয়টি বাস্তবায়িত করা যায়, তাহলে ভাষা শহীদদের রক্তদান আরও যথার্থ বলে বিবেচিত হবে। এ লক্ষ্যে আমি আমার উত্থাপিত বিষয়টি আপনার মাধ্যমে মাননীয় সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রীর দৃষ্টি আর্কষণ করছি।

আবারও আপনাকে ধন্যবাদ,
মাননীয় স্পিকার।

তারিখঃ ২০.০২.২০১৮ খ্রিঃ

আপনার আস্থাভাজন,

সদস্যের নাম আনোয়ারুল আজীম (আনার)
সংসদ সদস্য
৮৪, ঝিনাইদহ-৪
(নির্বাচনী এলাকা বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ)

সদস্য,
বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ।

লিখিত বিবৃতি প্রদানের নমুনা

নোটিশ নং :

নোটিশ প্রদানকারী মাননীয় সংসদ সদস্যের নাম :

নির্বাচনী এলাকা :

উত্তর প্রদানকারী মাননীয় মন্ত্রীর নাম :

উত্থাপনীয় নোটিশের বিষয়		মাননীয় মন্ত্রীর উত্তরমূলক সংক্ষিপ্ত লিখিত বিবৃতি